দৈনিক সংবাদ

তারিখ 16 JAN 1989 পৃষ্ঠা 4 কলাম 3

চিঠিপত্র

চিঠিপত্র

(৪র্থ পাতার পর)

এক সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে বলে বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে, কোন একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থান নির্ধারণের ব্যাপারে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পূর্বেই উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন করা হয়। কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্মাণ কাজ মোটামুটি শেষ করার পর হঠাৎ সে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থানান্তরের চিন্তাটা কি উদ্ভট নয়? তাহলে কি বৃহত্তর ঢাকা জেলা চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারে জর্জরিত, যা থেকে এ জেলাকে আশু রক্ষা করা দরকার? যদি তা না হয়, তবে কুষ্টিয়া-ঝিনাইদহ সীমান্তের শান্তিডাঙ্গায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়কে স্থানান্তর না করে প্রয়োজনবোধে নতুন একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের চিন্তা করা যেতে পারে। তাছাড়া দেশের একমাত্র ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়টির বর্তমান অবস্থানের সাথে সারাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থাও মোটামুটি সহজতর। তাই আমরা মনে করি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় স্থানান্তরের অযৌক্তিক সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করা উচিত।

মোঃ আলী আকবর,
২০৯ (দঃ) শেরে বাংলা হল,
বুয়েট ঢাকা।

মাধ্যমিক স্তরে বিজ্ঞান অবহেলিত

বৃটিশ আমল থেকে বাংলাদেশী আমল। তিন পতাকার তলে তিন যুগেরও অধিককাল ধরে শিক্ষকতা ব্রতে নিয়োজিত থাকার অপরাধ আছে। অনেক দেখতে হয়েছে আমাকে। স্যাডলার কমিশন থেকে মফিজ কমিশন। অবশ্য শেষোক্তটি এখনো আলোয় আসেনি। যখনই সরকারের পরিবর্তন ঘটে তখনই দেখছি নতুন কমিটি বা কমিশন গঠিত হয়। প্রত্যেকেই পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তের পরিবর্তে নতুন সুপারিশ করার প্রয়াস পান। এসব নতুন নতুন প্রয়াসে অভিনবত্ব যতই থাক শিক্ষার অগ্রগতিকে নিঃসন্দেহে ব্যাহত করে।

আয়ুব আমলের শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ মনে হয় ভালই হয়েছিল। ষ্টেটস্‌ম্যানের মত প্রখ্যাত পত্রিকাও তার ভূয়সী প্রশংসা করে। তারপর বাংলাদেশী আমলে এলো কুদরত-এ-খুদা কমিশন। ডক্টর খুদার সে রিপোর্ট ভিত্তি করে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও পরিবর্ধনই সঙ্গত। তবুও আবার নতুন কমিশন। দেশ ও কালের উপযোগী কল্যাণকর ও জীবনমুখী শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়ন নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য। তবে শিক্ষা ব্যবস্থা ও পাঠক্রমে ঘন ঘন পরিবর্তন ও বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা শিক্ষার অগ্রগতির একান্ত পরিপন্থী। অনেক ক্ষেত্রে বিভ্রান্তিকরও বটে।

আয়ুব আমলে সমাজ বিজ্ঞান বিষয়টি চালু হয়। ১৯৬৭ সালে উদযাপিত শিক্ষা সপ্তাহে মাধ্যমিক শিক্ষার উপর আমাকে একটি প্রবন্ধ পাঠ করতে হয়। তাতে এ বিষয়টি প্রবর্তন সম্পর্কে একটি বিরূপ মনোভাব প্রকাশ করেছিলাম। আবার নবম শ্রেণীতে বিভিন্ন ধারা প্রবর্তনকে একটু অগ্রিম, একটু বিতর্কিত প্রবর্তন বলে মন্তব্য করেছিলাম। পরে অবশ্য দেখা গেল বিভিন্ন ধারা প্রবর্তন গ্রহণযোগ্য হয়েছে। ১৯৬৩-১৯৮৩ দীর্ঘ বিশ বছর বেশ ভালই চলছিল।

হঠাৎ করে আবার এক ধারা প্রবর্তনের প্রেরণা কোত্থেকে এলো বুঝতে পারছি না। তা করতে গিয়ে আবার প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। পরে এক ধারাকে ভেঙ্গে দুই ধারা করা হলো। সেখানেও বিষয় সম্পর্কে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চললো। প্রথমেই উচ্চতর বিজ্ঞানকে সাধারণ বিজ্ঞান নাম দিয়ে সাধারণভাবে সকলের ঘাড়ে আবশ্যিক বিষয় হিসেবে চাপিয়ে দেয়া হলো। এ হঠকারী সিদ্ধান্তের ফলে এক অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়। ঘটলো বিস্ফোরণ। ধর্মঘট, মিছিল, শ্লোগান। চাপের মুখে সাধারণ বিজ্ঞান নামের উচ্চতর বিজ্ঞানকে গ্রুপের অধীনে নৈর্বাচনিক করা হলো। আর সেই বিজ্ঞানের পরিবর্তে মানবিক শাখায় এলো ইতিহাস-পৌরনীতি অর্থনীতি। অ-বিজ্ঞান শাখার শিক্ষার্থীদের জন্য পূর্বের অতি সাধারণ বিজ্ঞানও আর থাকলো না। এমনকি নৈর্বাচনিক হিসেবেও নয়। সঙ্গে সঙ্গে অভিযোগ পেশ করলাম কর্তৃপক্ষের কাছে। হয়তবা আমার সে লিখিত অভিযোগের প্রেক্ষিতে সাধারণের জন্য পূর্ব লিখিত সেই বিজ্ঞান বিষয়টি অ-বিজ্ঞানীদের জন্য অবশেষে নৈর্বাচনিক হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হলো। কিন্তু পূর্বের ন্যায় অবিজ্ঞান শাখার জন্য আবশ্যিক থাকলো না। বর্তমানে বেশিসংখ্যক শিক্ষার্থী আর ঐ বিষয়টি নিচ্ছে না বলে বিজ্ঞানের গুরুত্ব হ্রাস পেয়েছে গুরুতরভাবে।

নামকরণের দ্বন্দ্ব কিন্তু এখনো থেকে গিয়েছে। অসাধারণদের জন্য চলছে বন্ধনীর মধ্যে সমন্বিত শব্দ সংযোগে সম্মানিত 'সাধারণ বিজ্ঞান'। আর সাধারণদের জন্য একান্ত নৈর্বাচনিক হিসেবে যে বিজ্ঞান পুস্তকটি প্রচলিত তা কি অসাধারণ বিজ্ঞান নামে আখ্যায়িত হচ্ছে? না। সেটার নাম হলো আধুনিক বিজ্ঞান। পুস্তকের নাম আধুনিক বিজ্ঞান হলেও বিষয়ের নাম কিন্তু শুধু 'বিজ্ঞান'। তা নাম সাধারণ হোক অসাধারণ হোক আর আধুনিক হোক আপত্তি নেই। কিন্তু অ-বিজ্ঞান গ্রুপের জন্য কম্পিউটার যুগে দৈনন্দিন বিজ্ঞানের সাধারণ কথা আবশ্যক পাঠ্যরূপে থাকবে না। এ বড় বিস্ময়ের কথা। পূর্বে কিন্তু আবশ্যিকই ছিল।

শুনছি সমন্বিত সাধারণ বিজ্ঞান খুব উন্নতমানের হয়নি। তাই-ইতো স্বাভাবিক। কারণ পুস্তক রচিত হয় সাধারণভাবে সবার জন্য। এখন সেই পুস্তক পাঠ্য শুধু বিজ্ঞান গ্রুপের জন্য। সুতরাং মান উন্নয়ন অপরিহার্য ছিল। কিন্তু পরিমার্জিত সংস্করণও আশানুরূপ হয়নি। দুর্ভাগ্যজনক ছাড়া আর কি বলা যায়।

ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী "এসো করি" সিরিজ বিজ্ঞান পুস্তকতো ব্যবহারিক। ফলে ভিত্তিও দুর্বল। বিজ্ঞান শিক্ষকরা যদি এদিকে একটু সচেতন হতেন, প্রতিবাদমুখর হতেন তবে সান্ত্বনা পেতাম। এই প্রসঙ্গে আমার একটি বিনীত দাবী: অবিজ্ঞান গ্রুপের জন্য অবিলম্বে বিজ্ঞানের সাধারণ কথা আবশ্যিক ঘোষণা করা হোক। দেশ ও জাতির সার্বিক স্বার্থে এ সংগত দাবী সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিবেচিত হবে এ আমার একান্ত প্রত্যাশা।

খান মুহম্মদ সালেক,
অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক,
গভর্নমেণ্ট ল্যাবরেটরি হাই স্কুল
ধানমণ্ডি, ঢাকা।

ঢাকা জেলা কি ভার্সিটির ভারে জর্জরিত

খবরটি পড়েই চমকে উঠলাম। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়কে স্থানান্তরের জন্য মন্ত্রী পরিষদের

(২-এর পাতায় দেখুন)

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন)